অঙ্গসজ্জা : চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি) ◆ সহযোগিতা : তথ্য অধিদফতর (পিআইডি), তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রণালয়

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
বঙ্গভবন, ঢাকা

০৮ ফাল্গুন ১৪৩০
২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

বাণী

আজ ২১ ফেব্রুয়ারি, মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। স্মৃতিবিজড়িত এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি মাতৃভাষা বাংলার অধিকার আদায়ে জীবন উৎসর্গকারী ভাষা শহিদ রফিক, সালাম, বরকত, জব্বার, শফিউরসহ নাম না জানা শহিদদের। আমি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ২০২৪ উপলক্ষ্যে বাংলাসহ বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগণ ও জাতিগোষ্ঠীকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন ।

মহান ভাষা আন্দোলন আমাদের জাতীয় জীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। আমি সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যিনি ১৯৪৮ সালে মাতৃভাষার দাবীতে গঠিত 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' এর নেতৃত্ব প্রদানের জন্য কারাবরণ করেন। আমি আরো স্মরণ করি তৎকালীন গণপরিষদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্তসহ সকল ভাষা সংগ্রামীকে, যাঁদের দূরদৃষ্টি, অসীম ত্যাগ, সাহসিকতা, সাংগঠনিক দক্ষতা ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত পরিণতি লাভ করে। বাঙালি পায় মাতৃভাষার অধিকার।

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে ব্রিটিশ শাসিত ভারত ভেঙে ভারত-পাকিস্তান দুই দেশের জন্ম হয়। হাজার কিলোমিটার দূরত্বের ব্যবধানে অবস্থিত পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষা ও সংস্কৃতি সম্পূর্ণ ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা করা হলে বাঙালি ঝাঁপিয়ে পড়ে মাতৃভাষা বাংলার মর্যাদা রক্ষার লড়াইয়ে। মূলত ভাষা আন্দোলন ছিলো আমাদের মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার পাশাপাশি নিজস্ব জাতিসত্তা, স্বকীয়তা ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষারও আন্দোলন। আমাদের স্বাধিকার, মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধে অমর একুশের অবিনাশী চেতনাই যুগিয়েছে অফুরন্ত প্রেরণা ও অসীম সাহস। ফেব্রুয়ারির রক্তঝরা পথ বেয়েই অর্জিত হয় মাতৃভাষা বাংলার স্বীকৃতি এবং সে ধারাবাহিকতায় ১৯৭১ সালে অর্জিত হয় বাঙালির চিরকাঙ্ক্ষিত স্বাধীনতা, যার নেতৃত্ব দিয়েছেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

১৯৯৯ সালে কয়েকজন প্রবাসী বাংলাদেশির প্রাথমিক উদ্যোগ এবং সর্বোপরি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহ ও ঐকান্তিক চেষ্টায় জাতিসংঘ কর্তৃক ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এটি জাতি হিসেবে আমাদের একটি অন্যতম গৌরবময় অর্জন। মাতৃভাষা এবং নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে এ দিবসটি উদ্‌যাপন একটি অনন্য উদ্যোগ। অনেক ত্যাগ ও শহিদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত বাংলা ভাষার মান ও অধিকার সমুন্নত রাখতে আমি সকলকে আহ্বান জানাই।

বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি রক্ষায় অমর একুশের চেতনা আজ অনুপ্রেরণার অবিরাম উৎস। তবে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির যথাযথ চর্চা ও সংরক্ষণে আমাদের আরো যত্নবান হতে হবে। তথ্যপ্রযুক্তির কল্যাণে আজ আমরা গ্লোবাল ভিলেজের বাসিন্দা। তাই উন্নত বিশ্বের সাথে সমানতালে এগিয়ে যেতে বর্তমান প্রজন্মকে বাংলার পাশাপাশি আন্তর্জাতিক যোগাযোগের মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃত বিভিন্ন ভাষার ওপর প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করতে হবে। নিজ ভাষার উন্নয়ন ও সংরক্ষণের পাশাপাশি বহুভাষিক শিক্ষার মাধ্যমে টেকসই ভবিষ্যৎ বিনির্মাণ করতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন ইতিবাচক অবদান রাখবে - এটাই সকলের প্রত্যাশা।

মহান একুশের চেতনাকে ধারণ করে পৃথিবীর নানা ভাষাভাষী ও সংস্কৃতির মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্মানবোধ জাগ্রত হোক, গড়ে উঠুক একটি বৈষম্যহীন বর্ণিল বিশ্ব- মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে এ কামনা করি।

জয় বাংলা।
খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

মোঃ সাহাবুদ্দিন

২১শে ফেব্রুয়ারি
শহিদ দিবস
ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস

সালাম | বরকত | রফিক | শফিউর | জব্বার

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৮ ফাল্গুন ১৪৩০
২১ ফেব্রুয়ারি ২০২৪

বাণী

আমি মহান শহিদ দিবস এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে বাংলাসহ বিশ্বের সকল ভাষাভাষী ও সংস্কৃতির মানুষের প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করছি। বাংলাদেশের সঙ্গে ইউনেস্কো ২০০০ সাল থেকেই এ দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদায় উদ্‌যাপন করে আসছে। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য- 'বহুভাষার মাধ্যমে শিক্ষা: প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে জ্ঞান চর্চার স্তম্ভ' - যা আমার বিবেচনায় অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত হয়েছে।

বাঙালি জাতির মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব অপরিসীম। এই আন্দোলনের মধ্য দিয়েই একটি অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক, ভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা গঠনের ভিত রচিত হয়েছিল। ১৯৫২ সালের এ দিনে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা'র মর্যাদা রক্ষা করতে প্রাণোৎসর্গ করেছিলেন আবুল বরকত, আবদুল জব্বার, আবদুস সালাম, রফিকউদ্দিন আহমদ, শফিউর রহমানসহ আরও অনেকে। আমি বাংলাসহ বিশ্বের সকল ভাষা-শহিদগণের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাই। সেই সঙ্গে পরম শ্রদ্ধায় স্মরণ করি বাংলা ভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে নেতৃত্বদানকারী সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানসহ সকল ভাষাসৈনিকদের, যাঁদের সর্বোচ্চ আত্মত্যাগ এবং সংগ্রামের বিনিময়ে আমাদের মা, মাটি ও মানুষের মর্যাদা সমুন্নত হয়েছে।

১৯৪৭ থেকে ১৯৫২ বাঙালির গৌরবময় ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস যুগে যুগে আমাদের জাতীয় জীবনে অনুপ্রেরণার উৎস হিসেবে কাজ করছে। জাতির পিতা ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে গিয়ে বারবার কারাবরণ করেছেন। ১৯৪৭ সালের ২৭ নভেম্বর করাচিতে অনুষ্ঠিত শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত হয়। ঢাকায় এ খবর পৌঁছা মাত্রই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা খাজা নাজিমুদ্দিনের বাসভবনের সামনে তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে। এর কিছুদিন পরেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ছাত্র শেখ মুজিব তাঁর সাংগঠনিক অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে ঢাকায় ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি ছাত্রলীগ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। ২৩ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার দাবিতে এক সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবটি প্রত্যাখান করে খাজা নাজিমুদ্দিন আইন পরিষদে ঘোষণা দেন, পূর্ব বাংলার জনগণকে উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিতে হবে। কিন্তু নাজিমুদ্দিনের এই হঠকারী সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ২ মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে ছাত্রলীগ, তমদ্দুন মজলিস ও অন্যান্য দলের সমন্বয়ে সর্বদলীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১১ মার্চের ধর্মঘটে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে শেখ মুজিবসহ অনেক ভাষাসৈনিক সচিবালয়ের সামনে থেকে গ্রেফতার হন এবং ১৫ মার্চ মুক্তি পান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার এক সভায় সভাপতিত্ব করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। জিন্নাহ ২১ মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে উর্দুর পক্ষে বক্তব্য রাখে এবং ২৪শে মার্চ কার্জন হলে আয়োজিত সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বলে ঘোষণা দিলে ছাত্ররা তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ করে।

ভাষা আন্দোলনকে জাতীয় আন্দোলনে রূপদান করতে শেখ মুজিব দেশব্যাপী সফরসূচি তৈরি করে ব্যাপক প্রচারণায় অংশগ্রহণ করেন এবং সভা-সমাবেশে বক্তব্য রাখেন। তিনি ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর ফরিদপুর থেকে গ্রেফতার হন এবং ১৯৪৯ সালের ২১ জানুয়ারি মুক্তি পান। ১৯ এপ্রিল আবার গ্রেফতার হয়ে জুলাই মাসে মুক্তি পান। এরপর তিনি ১৯৪৯ সালের ১৪ অক্টোবর গ্রেফতার হয়ে ১৯৫২ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি মুক্তি পান। শেখ মুজিব ১৯৫০ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অন্তরীণ থেকেও ভাষাসৈনিক ও ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেছেন এবং আন্দোলনকে বেগবান করতে নানা পরামর্শ ও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন। তিনি ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ তিনজন দূত মারফত খবর পাঠান- ২১ ফেব্রুয়ারি দেশব্যাপী হরতাল ডাকতে হবে। শেখ মুজিব আমরণ অনশন ঘোষণা করলে ১৬ ফেব্রুয়ারি কারা কর্তৃপক্ষ তাঁকে ঢাকা থেকে ফরিদপুর জেলে স্থানান্তরিত করে।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব-বাংলা ব্যবস্থাপক পরিষদের বাজেট অধিবেশনের জন্য নির্ধারিত ছিল। শেখ মুজিবের পরামর্শ ও নির্দেশ অনুযায়ী ঐদিন সারাদেশে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল বের করে এবং সেখানে পুলিশ নির্বিচারে গুলি চালালে কতগুলো তাজা প্রাণ নিমেষেই ঝরে পড়ে, অনেকে আহত হন, অনেকে গ্রেফতার হন। ২২ ফেব্রুয়ারি হরতাল পালিত হয়।

১৯৫৬ সালে আওয়ামী লীগ মন্ত্রিসভা গঠন করে, বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেয়, প্রথম ২১শে ফেব্রুয়ারি-কে শহিদ দিবস হিসেবে ঘোষণা করে, এই দিনে সরকারি ছুটি ঘোষণা করে এবং শহিদ মিনার তৈরির প্রকল্প গ্রহণ করে। দুর্ভাগ্য, ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর সামরিক শাসন জারির ফলে সেই আকাঙ্ক্ষাগুলো আর পূরণ হয়নি।

স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা সকল দাপ্তরিক কাজে বাংলা ভাষা ব্যবহারের নির্দেশ দেন। তিনি সংবিধানে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করেন। বাংলায় জাতিসংঘের ২৯তম সাধারণ অধিবেশনে বক্তৃতা দিয়ে আমাদের মাতৃভাষাকে বিশ্ব সভায় মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করেন। আওয়ামী লীগ সরকারের ১৯৯৬-২০০১ মেয়াদে কানাডা প্রবাসী রফিক এবং ছালাম নামে দু'জন বাংলাদেশী কয়েকজন আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সদস্য মিলে 'মাতৃভাষা সংরক্ষণ কমিটি' গঠন করে। ২১ ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপনের জন্য জাতিসংঘে প্রস্তাব প্রেরণ করে। ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করে। আমরা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করেছি। বিশ্বের বিলুপ্তপ্রায় ভাষা সংরক্ষণ ও তাদের মর্যাদা রক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। তথ্যপ্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার নিশ্চিত করেছি। ২০১৭ সাল থেকে দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য ব্রেইল বইসহ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীদের মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে বিতরণ করছি।

মহান ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই বাঙালি জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই বাঙালি জাতীয়তাবাদ এবং জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর আদর্শকে ধারণ করে গত ১৫ বছরে বাংলাদেশকে আমরা বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল-এ পরিণত করেছি। ২০৪১ সালের বাংলাদেশ হবে 'স্মার্ট বাংলাদেশ'- যা স্মার্ট জনগোষ্ঠী, স্মার্ট অর্থনীতি, স্মার্ট সরকার এবং স্মার্ট সমাজ ব্যবস্থা সৃষ্টির মাধ্যমে অর্জিত হবে। সেই সঙ্গে আমরা বাংলাদেশ ব-দ্বীপ পরিকল্পনা-২১০০ বাস্তবায়ন করছি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় আমরা জাতির পিতার স্বপ্নের উন্নত, সমৃদ্ধ ও আত্মমর্যাদাশীল 'সোনার বাংলাদেশ' প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হব।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

শেখ হাসিনা

মাতৃভাষা নিয়ে স্বপ্ন
মুহম্মদ জাফর ইকবাল

পৃথিবীতে সবচেয়ে মিষ্টি ভাষা কোনটি সেটি নিয়ে ইন্টারনেটে উকি দিলে সবার প্রথমে বাংলা ভাষার নাম চলে আসে। মিষ্টি ভাষা বলতে কী বোঝায়, ঠিক কী ধরনের জরিপে এই নামটি আসে সেটি নিয়ে বিস্তর তর্কবিতর্ক করা যায় আমরা তার মাঝে যাচ্ছি না। তার কারণ আমাদের ভাষা যে খুবই মিষ্টি একটি ভাষা আমাদের কাছে সেটি মোটেও নূতন কোনো খবর নয়-সেই কবে বিশ্বকবি আমাদের জাতীয় সঙ্গীত লেখার সময় লিখেছিলেন, মা তোর মুখের বাণী আমার কানে লাগে সুধার মতো-যদি এটি একটি সংগীত মিষ্টি ভাষা না হতো তাহলে কখনো কী সেটা আমাদের কানে সুধার মত লাগতো? তবে যে বিষয়টা চোখে পড়ার মতো সেটি হচ্ছে শুধু আমাদের মতো বাংলা ভাষাভাষীদের নয় পৃথিবীর সব ভাষাভাষীদের কানে এই ভাষা মিষ্টি একটা ভাষা।

পৃথিবীর অন্য সব দেশের মানুষের কানে এটি হয়ত শুধু মিষ্টি একটি ভাষা কিন্তু আমাদের কাছে এটি অনেক কিছু। ভাষাটিকে আমরা কত ভালোবাসি সেটা আমরা সেই বাহান্নো সালে টের পেয়েছিলাম। ভাষা আন্দোলনের সেই উত্তাল দিনগুলোতে আমরা অনুভব করেছিলাম আমাদের প্রধান পরিচয় হচ্ছে বাঙালি। সত্যি কথা বলতে কী বাংলাদেশ নামে স্বাধীন রাষ্ট্রটির বীজ বপন করা হয়েছিল সেই ভাষা আন্দোলনের ভেতর দিয়েই। তাই উনিশ'শ একাত্তর সালে যখন পাকিস্তান সেনাবাহিনী স্বাধীন বাংলাদেশের স্বপ্নকে গুড়িয়ে দেওয়ার জন্য এই দেশের নিরীহ মানুষের উপর নৃশংস দানবের মত ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তখন অসংখ্য মানুষকে হত্যা করার পাশাপাশি সবার আগে তারা আমাদের শহিদ মিনারটি উড়িয়ে দিয়েছিল। সেই সামরিক জান্তার বোঝার ক্ষমতা ছিল না, এই শহিদ মিনারটি একটি স্থাপনা হিসেবে যতখানি মাথা উঁচু করে আছে তার চাইতে অনেক বেশি মাথা উঁচু করা আছে এই দেশের মানুষের হৃদয়ে। বাইরের স্থাপনা উড়িয়ে দেওয়া যায় কিংবা গুড়িয়ে দেওয়া যায় কিন্তু যে মিনার হৃদয়ের ভেতরে থাকে, সেটি শত বিস্ফোরক দিয়েও যে স্পর্শ করা যায় না সেটি তাদের জানা ছিল না।

আমাদের প্রিয় ভাষাটি শুধু যে পৃথিবীর সবচেয়ে মিষ্টি ভাষা তাই নয়, এই ভাষাভাষী মানুষের সংখ্যাও বিশাল। বাংলাদেশ, পশ্চিম বাংলা এবং দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে সব মিলিয়ে বাংলা ভাষায় কথা বলে প্রায় সাতাইশ কোটি মানুষ। সেটি কত বড়ো সংখ্যা বোঝার জন্য বলা যায় পৃথিবীর আনুমানিক তিরিশ জনকে বেছে নিলে দেখা যাবে তার ভেতর অন্তত একজন বাংলায় কথা বলছে! শুধু তাই নয় প্রায় এক কোটি বাংলা ভাষাভাষী মানুষ পৃথিবীর নানা দেশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে-পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশে হয়ত এক কোটি মানুষ পর্যন্ত নেই! বাংলাদেশ এবং ভারতবর্ষ এই দুই দেশের জাতীয় সঙ্গীত বাংলা ভাষায় রচিত। কবি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-যিনি এই জাতীয় সঙ্গীত দুটি রচনা করেছেন, তিনিই বাংলা ভাষায় সাহিত্য রচনা করে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। ধারণা করা হয় বাংলা সাহিত্য যথাযথ অনুবাদ করে বিশ্ব সাহিত্যের অঙ্গনে হাজির করতে পারলে হয়ত বাংলা ভাষায় নোবেল পুরস্কারের সংখ্যা আরো বেশি হতে পারতো! বাংলা ভাষা বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা এবং ভারতবর্ষের একটি অন্যতম দাপ্তরিক ভাষা। এখানেই শেষ নয়, শুনে অনেকেই বিস্মিত হয় যে, বাংলা ভাষা আফ্রিকার ছোটো একটি দেশ সিয়েরালিওনের সম্মানসূচক দাপ্তরিক ভাষা-যেটি আসলে বাংলাদেশের মানুষের জন্য সেই দেশের ভালোবাসার একটি নিদর্শন।

ভাষা শুধু যে মানুষের সাথে মানুষের ভাব বিনিময়ের একটি পদ্ধতি তা নয়, এটি মানুষের বুদ্ধিমত্তা অর্জন এবং বিকাশের একটি মাধ্যম। একই সাথে ভাষা একটি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতির ধারক এবং বাহক। একটি ভাষায় সেই জনগোষ্ঠীর ঐতিহ্য, কৃষ্টি, জীবনধারা এমনকি ইতিহাসেরও প্রতিফলন থাকে। ভাষা মানুষের জীবনের সাথে এতোই ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত যে, যখন একটি জাতি অন্য জাতিকে পদানত করতে চায় তখন সবার আগে তারা সেই জাতির ভাষার উপর আঘাত করে। পৃথিবীর ইতিহাসে ভাষার উপর আঘাতের উদাহরণের শেষ নেই। মানবজাতির কাছে তাদের মুখের ভাষা এতোই গুরুত্বপূর্ণ যে কোনো জাতিই তাদের ভাষার উপর আঘাত সহজে মেনে নিতে চায় না, তারা তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

ভাষার উপর আক্রমণের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর সর্বশেষ বড়ো উদাহরণ হচ্ছে সাউথ আফ্রিকার সোয়েটো প্রতিরোধ। সাউথ আফ্রিকার স্কুলগুলোতে জোর করে আফ্রিকানা ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদ করার জন্য ১৯৭৬ সালের ১৬ জুন হাজার হাজার কৃষ্ণাঙ্গ ছাত্রছাত্রী পথে নেমে এসেছিল। সেই সময়ের বর্ণবাদী সরকারের পুলিশ বাহিনী অবিশ্বাস্য নিষ্ঠুরতায় তাদের উপর গুলি চালিয়ে প্রায় ৭০০ ছাত্রছাত্রীকে হত্যা করেছিল। এখন সাউথ আফ্রিকায় সেই দিনটিকে ছুটির দিন ঘোষণা করে ইউথ ডে হিসেবে পালন করা হয়।

ভাষার ওপর আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের আরও একটি উদাহরণ হচ্ছে আসামের বরাক উপত্যকার প্রতিরোধ। সেখানেও বাংলা ভাষাকে উপেক্ষা করে শুধু আসামি ভাষাকে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে ঘোষণা করার বিরুদ্ধে ছাত্র জনতা পথে নেমে এসেছিল। ১৯৬১ সালের ১৯ মে সেই আন্দোলনকারীদের ওপর পুলিশ গুলি চালিয়েছিল। সেদিন যে ১১ জন মারা গিয়েছিল তার ভেতর একজন ছিল সদ্য ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়া ১৬ বছরের কিশোরী কমলা। আন্দোলনের কারণে শেষ পর্যন্ত বরাক উপত্যকায় তিনটি জেলায় বাংলাকে তার দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

আমাদের দেশের ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস আমরা সবাই জানি। সেই সময়কার পাকিস্তান সরকার যখন পূর্ব বাংলা বা বর্তমান বাংলাদেশে উর্দুকে জোর করে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দিতে চেয়েছিল তখন ১৯৪৮ সাল থেকেই একটা বিশাল গণ আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। যেটি তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছায় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি যেদিন আন্দোলনকারীদের উপর গুলি করে তাদের বেশ কয়েকজনকে হত্যা করা হয়েছিল। পাকিস্তান সরকার শেষ পর্যন্ত ১৯৫৬ সালে উর্দু এবং বাংলা এই দুই ভাষাকেই রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দিতে বাধ্য হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি দিনটি সে কারণে বাংলাদেশের মানুষ গভীর মমতায় শহিদ দিবস হিসেবে পালন করে আসছিল।

১৯৯৯ সাল থেকে ২১ ফেব্রুয়ারি দিনটি শুধু বাংলাদেশে নয় সারা পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। নিঃসন্দেহে বিষয়টি আমাদের জন্যে অনেক গৌরবের, কিন্তু একই সাথে এটি আমাদের উপর অনেক বড়ো একটি দায়িত্ব অর্পণ করেছে। এখন শুধু আমাদের মাতৃভাষা বাংলার জন্য কাজ করলে আমাদের দায়িত্ব শেষ হবে না। এখন আমাদের দেশের সকল নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব মাতৃভাষাকেও বুক আগলে রাখতে হবে, সেই ভাষাকে বিকশিত করার সুযোগ করে দিতে হবে। অন্যান্য মাতৃভাষার শিশুদেরকেও তাদের নিজের ভাষায় কথা বলার কিংবা শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দিতে হবে। শুনে অনেকে হয়ত অবাক হয়ে যেতে পারে সর্বশেষ জরিপে দেখা গেছে বাংলাসহ বাংলাদেশে মোট বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষার সংখ্যা ৪১!

পৃথিবীর ১৯৫টি দেশের মোট ভাষা প্রায় সাড়ে ছয় হাজার, বিষয়টি নিঃসন্দেহে চমকপ্রদ। তবে ভাষাবিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন এই সাড়ে ছয় হাজার ভাষার অর্ধেকই এই শতাব্দীর ভেতরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে, কারণ প্রতি দুই সপ্তাহে আনুমানিক একটি ভাষা পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে কিংবা মৃত্যুবরণ করছে। একটি ভাষায় কথা বলতে সক্ষম শেষ মানুষটি যখন মৃত্যুবরণ করে তখন বলা হয় ভাষাটির মৃত্যু হয়েছে। বাংলাদেশের যে ৪১টি জীবিত ভাষার কথা বলা হয়েছে তার মাঝে ১৪টি ভাষা খুবই বিপন্ন, যদি কোনো কিছু করা না হয় তাহলে কয়েক বছরের ভেতর সেই ভাষাগুলো মৃত্যুবরণ করবে। যেমন খাড়িয়া এবং রেংমিট নামে দুটো ভাষা আছে যার মাত্র অল্প কয়েকজন ব্যবহারকারী এখন বেঁচে আছেন, পরবর্তী প্রজন্মের কাছে সেই ভাষার আবেদন বা প্রয়োজনীয়তা না থাকায় নূতন আর কেউ সেই ভাষা শিখছেন না, তাই সেটার বেঁচে থাকার সম্ভাবনা খুবই কম। যেহেতু ভাষা হচ্ছে মানুষের অন্যতম সাংস্কৃতিক সম্পদ তাই সেটি জীব বৈচিত্রের মতো গুরুত্বপূর্ণ এবং এটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। প্রযুক্তির সাহায্য নিয়ে এবং বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ভাষা সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ করে একটি মৃতপ্রায় ভাষাকে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব। নিওজিল্যান্ডে মাওরি ভাষা এবং জাপানের আইনু ভাষা এভাবে বাঁচিয়ে রাখা সম্ভব হয়েছে। এমনকি ভাষা মৃত্যুবরণ করলেও যদি তার সম্পর্কে যথেষ্ট তথ্য সংগৃহীত থাকে, তাহলে তাকে পুনরুজ্জীবিত করা সম্ভব। উদাহরণ দেওয়ার জন্য বলা যায় হিব্রু একটি মৃত ভাষা ছিল কিন্তু এটিকে পুনর্জীবিত করা হয়েছে।

পৃথিবীর যে-রকম মৃতপ্রায় ভাষা আছে ঠিক সেরকম আগ্রাসী ভাষাও আছে যেগুলো ক্ষুদ্রভাষাগুলোকে ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেলে। যে সমস্ত দেশ অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী কিংবা অন্য দেশকে দীর্ঘদিন উপনিবেশ হিসেবে শাসন করেছে তারা নিজ ভাষা দিয়ে সেই দেশের ভাষাকে অপসারণ করেছে কিংবা প্রভাবিত করেছে তার অনেক উদাহরণ রয়েছে। ইংরেজি তার সবচেয়ে বড়ো উদাহরণ। প্রভাবশালী ভাষা হিসেবে ফরাসি ভাষা অন্যতম, ফরাসি ভাষাভাষীর সংখ্যা পৃথিবীর ১৮তম হলেও প্রভাবের দিক থেকে এর স্থান ইংরেজির পরেই। অন্যদিকে আমাদের ভাষার লোক সংখ্যা বিশাল, সংখ্যার দিক থেকে প্রায় পঞ্চম হলেও প্রভাবশালী ভাষার তালিকায় এটি এখনও অনেক পিছিয়ে আছে তার একটা প্রধান কারণ এই ভাষাটিকে এখনও পরিপূর্ণভাবে কম্পিউটারায়ন করা হয়নি। তবে খুবই আশার কথা বাংলাদেশ তার প্রিয় মাতৃভাষাকে গবেষণা আর উন্নয়নের মাধ্যমে তথ্যপ্রযুক্তিতে সমৃদ্ধ করার বিশাল একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করার উদ্যোগ নিয়েছে।

একটি সময় ছিল যখন ভাষার জন্য কাজ করতেন ভাষাবিদেরা, কবি, সাহিত্যিক, লেখক এবং কথা সাহিত্যিকেরা। ধরেই নেওয়া হতো বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদদের কাজের ক্ষেত্র ভিন্ন, ভাষা বা শিল্প সাহিত্যের জন্য তাদের কাজ করার সুযোগ সীমিত। কিন্তু অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে, এখন প্রযুক্তিবিদ এবং বিজ্ঞানীরা সরাসরি ভাষার জন্য মৌলিক কাজ করতে পারছেন। আমাদের দেশের বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা কেন্দ্রে তথ্যপ্রযুক্তিবিদেরা ভাষা সংক্রান্ত নানা ধরনের কাজ করছেন। সেই সব গবেষণার ফলাফল যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে সেগুলো সম্পৃক্ত করতে হলে সেগুলোকে ব্যবহারযোগ্য করে গড়ে তুলতে হয়, তার জন্য সফটওয়্যার কোম্পানিগুলোর সাহায্যের প্রয়োজন হয়। অর্থনৈতিকভাবে সেগুলো লাভজনক ছিল না বলে সেগুলো সেভাবে গড়ে উঠেনি। বাংলাদেশ সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় শেষ পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে তথ্যপ্রযুক্তি ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করার জন্য বিশাল উদ্যোগ নেয়া সম্ভব হয়েছে।

উদাহরণ হিসেবে আমাদের দেশের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর বিপন্ন মাতৃভাষাকে রক্ষা করার কথা বলা যায়। এই প্রকল্পের সাহায্য নিয়ে প্রতিটি ভাষার জন্য পূর্ব নির্ধারিত এবং স্বতঃস্ফূর্ত কণ্ঠস্বর, তুলনামূলক ডিকশনারি, মৌখিক লিটারেচার, ভিজুয়াল ডকুমেন্ট, কণ্ঠস্বরের অনুবাদ ইত্যাদি নানা ধরনের তথ্য সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে, যেন ভাষাটিকে রক্ষা করা যায়, প্রয়োজনে পুনর্জীবিত করা যায়। দেশের সামগ্রিক কর্মকাণ্ডে সবাইকে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য বাক, শ্রবণ ও দৃষ্টি প্রতিবন্ধীদের জন্য তথ্যপ্রযুক্তির সহায়ক সফটওয়্যার গড়ে তোলা হচ্ছে।

বাংলা ভাষা যেন ওয়েব, মোবাইল ও কম্পিউটারের মত প্রযুক্তি মাধ্যমে ব্যবহার করার সময় কোনো প্রতিবন্ধকতা না থাকে সেজন্য সামগ্রিকভাবে কাজ করা হচ্ছে। ভাষার ব্যবহারে জনজীবনে সহযোগিতা করার জন্য কণ্ঠস্বরকে লেখায় এবং লেখাকে কণ্ঠস্বরে রূপান্তর করার মত সফটওয়্যার ইতোমধ্যে তৈরি করা হয়েছে। বাংলা বানানে এক ধরনের বিশৃঙ্খলা আছে, সেটি দূর করার জন্য বানান সংশোধক তৈরি করা হয়েছে যেটি ইতোমধ্যে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বাংলা ছাপা ও হাতে লেখা তথ্যকে ডিজিটাইজ করার জন্য তৈরি বিশেষ সফটওয়্যারও আমাদের বাইরের পৃথিবীর উপর নির্ভরতা কমিয়ে আনছে। ইতঃপূর্বে আমাদের এ ধরনের কাজের জন্য গুগল কিংবা মাইক্রোসফটের মত দানবীয় তথ্যপ্রযুক্তি কোম্পানীগুলোর উপর নির্ভর করতে হতো। ভবিষ্যতে নিজের মাতৃভাষাকে সেবা করার জন্য আমাদের যেন তাদের হাতের পুতুল না হয়ে যাই এই প্রকল্প সেটি নিশ্চিত করতে সাহায্য করবে। বাংলা ভাষাকে সমৃদ্ধ করার এই উচ্চাকাঙ্ক্ষী প্রকল্পটি থেকে অনেকগুলো সফটওয়্যার ইতোমধ্যে কার্যকর হয়ে গেছে, অনেকগুলো শেষ হওয়ার পথে। আশা করা যায় এই প্রকল্পটি অতি দ্রুত আমাদের দেশে আমাদের মাতৃভাষার একটা যুগান্তকারী পরিবর্তন আসবে।

বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ যেকোনো প্রকল্পে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা বা আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স ব্যবহার করতে হয় এবং তার জন্য প্রয়োজন হয় বিশাল পরিমাণ ডেটা বা উপাত্ত, কম্পিউটার জগতের ভাষায় যেটাকে বলা হয় কর্পাস। তিনশ কোটি সুবিন্যস্ত শব্দের সমন্বয়ে বাংলাদেশের জাতীয় কর্পাস তৈরির যে সুবিশাল উদ্যোগ নেয়া হয়েছে সেটি সমাপ্ত হলে 'ব্রিটিশ ন্যাশনাল কর্পাস' বা 'আমেরিকান ন্যাশনাল কর্পাস'র মত আমাদেরও আন্তর্জাতিক মানের 'বাংলাদেশ ন্যাশনাল কর্পাস' তৈরি হবে যেটি আমাদের মাতৃভাষা নিয়ে গবেষণা করে আরও নূতন নূতন কাজ করার সুযোগ করে দেবে। আমাদের দেশের তরুণ গবেষকেরা ভাষা নিয়ে গবেষণার একটি অভূতপূর্ব সুযোগ পাবে, নিজ ভাষা নিয়ে আমরা চমকপ্রদ কিছু উদ্ভাবনী কাজ দেখতে পাব।

আমাদের দেশের কবি, সাহিত্যিক, লেখক, কথাশিল্পী এবং ভাষাবিদদের পাশাপাশি বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদেরা সম্মিলিতভাবে কাজ করে আমাদের প্রিয় মাতৃভাষাকে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে একটি ভিন্ন উচ্চতায় নিয়ে যাবেন, সেই স্বপ্নটি ইতোমধ্যে আমরা দেখতে শুরু করেছি, এবারে তার বাস্তবায়ন দেখার জন্য আগ্রহ নিয়ে অপেক্ষা করে আছি। ❑

লেখক : শিক্ষাবিদ ও সাহিত্যিক

আমাদের আছে একুশে ফেব্রুয়ারি
মহাদেব সাহা

আমাদের আছে একুশে ফেব্রুয়ারি, আছে
মুক্তির মার্চ মাস,
আছে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের গর্বিত ইতিহাস;
আমাদের আছে শেখ মুজিবের অমর কবিতা,
এ বারের সংগ্রাম,
তার ডাকে শত দীপ্ত মিছিল উত্তাল উদ্দাম।

আমাদের আছে নববৈশাখ, বিজয়ের গৌরব,
আছে আমাদের ভাষার মাস, অক্ষরের
উৎসব;
আছে আমাদের কতোকীর্তি গরিমা,
অসামান্য অবদান,
মাতৃভাষা দিবস বিশ্বে এনেছে আমাদের সম্মান।
আমরা কখনো পিছিয়ে যাবোনা, কখনো
হবো না নত,
একুশের চেতনায় আমরা রবো চীরজাগ্রত।